আল-আহযাব | Al-Ahzab | ٱلْأَحْزَاب

আয়াতঃ ৩৩ : ৩০

আরবি মূল আয়াত:

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَن يَّاتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَف لَهَا العَذَابُ ضِعفَينِ ؕ وَ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

অনুবাদসমূহ:

হে নবী-পত্নীগণ, তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করবে, তার জন্য আযাব দ্বিগুণ করা হবে। আর এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। — আল-বায়ান

হে নবী পত্নীগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজ করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে। আল্লাহর জন্য এটা সহজ। — তাইসিরুল

হে নাবী-পত্নীরা! যে কাজ স্পষ্টত অশ্লীল, তোমাদের মধ্যে কেহ তা করলে, তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে এবং এটা আল্লাহর জন্য সহজ। — মুজিবুর রহমান

O wives of the Prophet, whoever of you should commit a clear immorality - for her the punishment would be doubled two fold, and ever is that, for Allah, easy. — Sahih International

৩০. হে নবী-পত্নিগণ! যে কাজ স্পষ্টত ফাহেশা, তোমাদের মধ্যে কেউ তা করলে তার জন্য বাড়িয়ে দেয়া হবে শাস্তি— দ্বিগুণ এবং এটা আল্লাহর জন্য সহজ।

-

তাফসীরে জাকারিয়া

(৩০) হে নবী-পত্নীগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ কোন প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে।[1] আর আল্লাহর জন্য তা সহজ।

[1] কুরআনে ‘আলিফ-লাম’ যুক্ত অবস্থায় الفَاحِشَةُ শব্দটিকে ব্যভিচারের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু ‘আলিফ-লাম’ ছাড়া ‘নাকিরাহ’ অবস্থায় সাধারণ অশ্লীলতার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে; যেমন এখানে। এখানে এর অর্থ হবেঃ অসভ্য ও অশোভনীয় আচরণ। কারণ নবী (সাঃ)-এর সাথে অসভ্য ও অশোভনীয় আচরণ করার মানে হচ্ছে তাঁকে কষ্ট দেওয়া, আর তা কুফরী। এ ছাড়া নবী (সাঃ)-এর পবিত্র স্ত্রীগণ অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারিণী

ছিলেন। আর যাঁরা উচ্চ মর্যাদাবান হন তাঁদের নগণ্য ভুলকেও বড় গণ্য করা হয়। যার জন্য তাঁদেরকে দ্বিগুণ শাস্তির ধমক শোনানো হয়েছে।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=3563

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন